হালুয়ারা হাল ধরে হাসি কয় কথা।
ভাল হ'ল অদ্য পা'ব লাঙ্গলের গাঁতা।।"
প্রভু বলে "পা'ব হাল মোরা গিয়া লই।
আজ মোরা সবে গিয়া হলধর হই।।
সর্ব কর্ম্ম করা ভাল গৃহীজন পক্ষে।।
গৃহস্থের করা ভাল সর্ব কার্য্য শিক্ষে।।
মোরা যোগাল দেই তোরা নিস্ হাল।
মোরা আজ হাল ধরি তোরা দে যোগাল।।"
এত বলি মহাপ্রভু নিজে হাল নিল।
বিশ্বনাথ এক হাল স্কন্ধেতে করিল।।
গোগৃহের গরু যত বাহির করিয়া।।
ধেনু বৎস বলদ লইল চালাইয়া।।
একবন্দ জমি দুই বিঘে পরিমাণ।
বহুদিন সে জমিতে নাহি হয় ধান।।
সব জমি মধ্য হ'তে 'লোণা' উথলিয়া।
বুনাইলে ধান্য যায় *'করা'টে' হইয়া।।
চারিবর্ষ সে জমিতে হাল চাষ নাই।
সেই জমি চাষ করতে লাগিল গোঁসাই।।
লোকে বলে এ জমিতে ধান্য নাহি ফলে।
"বৃথা পরিশ্রম প্রভু কর বা কি বলে?"
এত শুনি হাসি মুখে কহেন গোঁসাই।
'অফলা জমিতে আমি সুফল ফলাই।।
যশোবন্ত পুত্র আমি নাম হরিচাঁদ।
এবার করিব যত পতিত আবাদ।।
এদেশে আবাদী তোরা চিনিলি না কেহ।
মাটি যে অফলা থাকে এ বড় সন্দেহ।।
পতিত আবাদ জন্য আসা এ দেশেতে।
কি ফল ফলিবে টের পা'বি ভবিষ্যতে।।
খাঁটি মাটি হ'লে ফল না হয় বিফল।
ভক্তি করে ডাকে তারে সেই প্রেমফল।।

যে ফল চাহিবি তোরা সে ফল পাইবি।
কল্পবৃক্ষমূলে যদি প্রার্থনা করিবি।।
সফলানগরী রহি যে চাহে যে ফল।
বিফল না হয় ফল সে পায় সে ফল।।
বীজ আন বুনি ধান ফল পাবি শেষে।
ধন্য সতী তার পতি আছে এই দেশে।।
যেদিন করিল চাষ সেদিন বুনিল।
বুনাইয়া পুনঃ চাষ আরম্ভ করিল।।
এমন সময় হ'ল মেঘের লক্ষণ।
ঘন ঘন ঘন করে ভীষণ গর্জন।।
উত্তরে যাইয়া মেঘ বহে বেগ বাতে।
ঘোর অন্ধকার নিশি হইল দিবাতে।।
চিকি চিকি তড়িৎ তাহাতে আলোময়।
বিদ্যুৎজ্যোতিঃ ঠাকুরের অঙ্গে লীন হয়।।
প্রভুর অঙ্গেতে জ্যোতিঃ এক এক বার।
মাঝে মাঝে ঝলসিছে বিদ্যুৎ আকার।।
বরষণ ঘন ঘন হয় বহু বহু।
শীলাপাত বজ্রপাত হয় মুহুর্মুহু।।
চতুর্দ্দিকে হয় বৃষ্টি ঠাকুর যে ভূমে।
একবিন্দু বারিপাত নাহি কোনক্রমে।।
ভাদ্রমাসে স্রোত যেন মহাবেগে ধায়।
তেমতি বৃষ্টির ধারা পতিত ধরায়।।
চতুর্দ্দিকে বৃষ্টি জলে স্রোত বহি যায়।
প্রভু যে জমিতে জল নাহি প্রবেশয়।।
সে ভূমি হইতে উচ্চ বিঘত প্রমাণ।
বহে জল ঠাকুরের ভূমিতে না জা'ন।।
হাল উঠাইল যবে চাষ হ'ল সারা।
তখন জমিতে বহে বিন্দু বিন্দু ধারা।।
বীজ বপনের হল সুযোগ তাহাতে।
ধান্যঙ্কুর উপজিল সপ্তম দিনেতে।।
এমতে হইল সব চারার পত্তন।
পরিষ্কার রহে ভূমি না হইল বন।।

---

*'করাটে'—ক্ষীণ দেহ।